# কুরআন সম্পর্কে সন্দেহ দূর করা

Shaykh Pod BOOKS

Shaykh Pod BANGLA

ইতিবাচক বৈশিষ্ট্য অবলম্বন করা মানসিক শান্তির দিকে নিয়ে যায়।

# কুরআন সম্পর্কে সন্দেহ দূর করা

**শায়খপড বই**

**ShaykhPod Books, 2024 দ্বারা প্রকাশিত**

কুরআন সম্পর্কে সন্দেহ দূর করা

**প্রথম সংস্করণ। নভেম্বর 04, 2024।**



ShaykhPod বই দ্বারা লিখিত.

# সূচিপত্র

# স্বীকৃতি

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি মহান, বিশ্বজগতের পালনকর্তা, যিনি আমাদের এই ভলিউমটি সম্পূর্ণ করার অনুপ্রেরণা, সুযোগ এবং শক্তি দিয়েছেন। বরকত ও সালাম বর্ষিত হোক মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর উপর যার পথ মানবজাতির মুক্তির জন্য মহান আল্লাহ মনোনীত করেছেন।

আমরা সমগ্র ShaykhPod পরিবারের প্রতি আমাদের গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে চাই, বিশেষ করে আমাদের ছোট তারকা, ইউসুফ, যার অব্যাহত সমর্থন এবং পরামর্শ ShaykhPod Books এর বিকাশকে অনুপ্রাণিত করেছে। এবং আমাদের ভাই হাসানকে বিশেষ ধন্যবাদ, যার নিবেদিত সমর্থন শেখপডকে নতুন এবং উত্তেজনাপূর্ণ উচ্চতায় উন্নীত করেছে যা এক পর্যায়ে অসম্ভব বলে মনে হয়েছিল।

আমরা প্রার্থনা করি যে, মহান আল্লাহ আমাদের প্রতি তাঁর অনুগ্রহ পূর্ণ করেন এবং এই বইয়ের প্রতিটি অক্ষর তাঁর দরবারে কবুল করেন এবং শেষ দিনে আমাদের পক্ষে সাক্ষ্য দেওয়ার অনুমতি দেন।

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি মহান, বিশ্বজগতের প্রতিপালক এবং অশেষ রহমত ও শান্তি মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর, তাঁর বরকতময় পরিবার ও সাহাবীগণের উপর, আল্লাহ তাদের সকলের প্রতি সন্তুষ্ট হন।

# কম্পাইলারের নোট

আমরা এই ভলিউমটিতে সুবিচার করার জন্য নিরলসভাবে চেষ্টা করেছি তবে যদি কোনও শর্ট ফল পাওয়া যায় তবে তার জন্য কম্পাইলার ব্যক্তিগতভাবে এবং এককভাবে দায়ী।

আমরা এমন একটি কঠিন কাজ সম্পন্ন করার প্রচেষ্টায় ত্রুটি এবং ত্রুটির সম্ভাবনা গ্রহণ করি। আমরা হয়তো অজ্ঞাতসারে হোঁচট খেয়েছি এবং ভুল করেছি যার জন্য আমরা আমাদের পাঠকদের প্রশ্রয় ও ক্ষমা চাই এবং আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করাকে প্রশংসা করা হবে। আমরা আন্তরিকভাবে গঠনমূলক পরামর্শ আমন্ত্রণ জানাচ্ছি যা ShaykhPod.Books@gmail.com এ করা যেতে পারে ।

# ভূমিকা

নিচের ছোট বইটিতে কিছু বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে যা পবিত্র কুরআন নিয়ে সন্দেহ দূর করতে সাহায্য করে। এই আলোচনা পবিত্র কুরআনের 23-24 নম্বর অধ্যায় আল-বাকারাহ-এর উপর ভিত্তি করে:

*" আর আমরা আমাদের বান্দা [নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম]-এর উপর যা নাযিল করেছি সে বিষয়ে যদি তোমরা সন্দেহে থাকো, তাহলে তার অনুরূপ একটি সূরা তৈরি কর এবং আল্লাহ ছাড়া তোমাদের সাক্ষীদের (সমর্থকদের) আহ্বান কর।, যদি আপনি সত্যবাদী হতে হবে. কিন্তু যদি না পারো - এবং কখনো পারবে না - তাহলে আগুনকে ভয় কর, যার জ্বালানি মানুষ ও পাথর, যা কাফেরদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে।"*

আলোচিত পাঠগুলো বাস্তবায়ন করা একজন মুসলমানকে ইতিবাচক বৈশিষ্ট্য গ্রহণ করতে সাহায্য করবে। ইতিবাচক বৈশিষ্ট্য অবলম্বন করা মন ও শরীরের শান্তির দিকে নিয়ে যায়।

# কুরআন সম্পর্কে সন্দেহ দূর করা

## অধ্যায় 2 - আল বাকারা, আয়াত 23-24

وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا۟ بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِۦ وَٱدْعُوا۟ شُهَدَآءَكُم مِّن
دُونِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ صَٰدِقِينَ ﴿٢٣﴾

فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا۟ وَلَن تَفْعَلُوا۟ فَٱتَّقُوا۟ ٱلنَّارَ ٱلَّتِى وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلْحِجَارَةُ ۖ أُعِدَّتْ لِلْكَٰفِرِينَ ﴿٢٤﴾

*“আর আমরা আমাদের বান্দা [নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম]-এর উপর যা নাযিল করেছি সে বিষয়ে যদি তোমরা সন্দেহে থাক, তাহলে তার অনুরূপ একটি সূরা তৈরি কর এবং আল্লাহ ব্যতীত তোমাদের সাক্ষীদের (সমর্থকদের) ডাক।, যদি আপনি সত্যবাদী হতে হবে.*

*কিন্তু যদি না পারো - এবং কখনো পারবে না - তাহলে আগুনকে ভয় কর, যার জ্বালানি মানুষ ও পাথর, যা কাফেরদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে।"*

***“আর আমরা আমাদের বান্দা [নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম]-এর উপর যা নাযিল করেছি সে বিষয়ে যদি তোমরা সন্দেহে থাক, তাহলে তার অনুরূপ একটি সূরা তৈরি কর এবং আল্লাহ ব্যতীত তোমাদের সাক্ষীদের (সমর্থকদের) ডাক।, যদি আপনি সত্যবাদী হতে হবে. কিন্তু যদি না পারো - এবং কখনো পারবে না - তাহলে আগুনকে ভয় কর, যার জ্বালানি মানুষ ও পাথর, যা কাফেরদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে।"***

সাধারণভাবে বলতে গেলে, সন্দেহের মূল হল অজ্ঞতা। যখন কেউ পবিত্র কুরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্য শিখতে ও আমল করতে ব্যর্থ হয়, তখন তাদের ঈমান দুর্বল হয়ে পড়ে। দুর্বল বিশ্বাস মহান আল্লাহর প্রতিশ্রুতি এবং হুমকির বিষয়ে সন্দেহের দিকে পরিচালিত করে এবং ফলস্বরূপ, কেউ তাঁর প্রতিশ্রুতিগুলি অর্জনের চেষ্টা করবে না বা তাঁর হুমকিগুলি এড়াতে পারবে না, যার মধ্যে রয়েছে যে আশীর্বাদগুলিকে দেওয়া হয়েছে তাকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে ব্যবহার করা, যেমনটি বর্ণিত হয়েছে। পবিত্র কুরআনে এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদীসে। সঠিকভাবে নির্দেশিত ব্যক্তিরা ইসলামী জ্ঞান শিখে এবং আমল করার মাধ্যমে সন্দেহ এড়িয়ে চলে। এই অধ্যায়ের পূর্ববর্তী আয়াতে ইঙ্গিত করা হয়েছে। অধ্যায় 2 আল বাকারাহ, আয়াত 2-5:

*“এটি সেই কিতাব যার সম্পর্কে কোন সন্দেহ নেই, যা আল্লাহর প্রতি অনুগতদের জন্য পথপ্রদর্শক। যারা অদৃশ্যে বিশ্বাস করে, নামায কায়েম করে এবং আমি তাদের যা দিয়েছি তা থেকে ব্যয় করে। এবং যারা আপনার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে এবং আপনার পূর্বে যা অবতীর্ণ হয়েছে তাতে বিশ্বাস করে এবং আখেরাতের প্রতি তারা নিশ্চিত। তারাই তাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে [সঠিক] পথের উপর রয়েছে এবং তারাই সফলকাম।"*

এটা লক্ষ করা গুরুত্বপূর্ণ যে দৃঢ় বিশ্বাসের অধিকারী এবং যারা কেবল তাদের বিশ্বাসের উপর অনড় তাদের মধ্যে একটি বড় পার্থক্য রয়েছে। পূর্ববর্তীরা ইসলামী জ্ঞান শিখে এবং আমল করে এবং সময়ের সাথে সাথে তাদের আচরণ ও কর্মের উন্নতি করে যাতে তারা মহান আল্লাহর প্রতি তাদের আন্তরিক আনুগত্য বৃদ্ধি করে। অথচ, একগুঁয়ে মুসলমান ইসলামী জ্ঞান সম্পর্কে অজ্ঞ এবং অন্যদের অন্ধ অনুকরণ করে। যেহেতু তারা ইসলামী জ্ঞান শেখা এবং আমল করা এড়িয়ে চলে, তাই সময়ের সাথে সাথে তারা তাদের আচরণ ও কর্মের উন্নতি ঘটাবে না এবং কঠিন পরিস্থিতিতে তাদের ধৈর্য ধরে রাখা অত্যন্ত কঠিন হবে, এমনকি তারা তাদের বিশ্বাসকে ধরে রাখতে সক্ষম হলেও। একজনকে অবশ্যই একগুঁয়েমি পরিহার করতে হবে, যার মূলে রয়েছে অন্ধ অনুকরণ, এবং এর পরিবর্তে ইসলামি জ্ঞান শেখার ও আমল করার মাধ্যমে বিশ্বাসের নিশ্চিততা গ্রহণ করতে হবে। এটি নিশ্চিত করবে যে তারা সর্বাবস্থায় মহান আল্লাহর আন্তরিক আনুগত্যের উপর অটল থাকবে এবং তাদের বিশ্বাসকে কলুষিত করতে পারে এমন সন্দেহ থেকে দূরে থাকবে।

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 23:

" *এবং আপনি যদি আমাদের বান্দা [নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] এর উপর [কুরআন] নাযিল করেছি সে সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করেন...*"

এর পরের বিষয় হল, একজন ব্যক্তি যে সর্বোচ্চ মর্যাদা অর্জন করতে পারে তা হল মহান আল্লাহর একনিষ্ঠ বান্দা হওয়া। যদি এর চেয়ে উচ্চতর মর্যাদা থাকত, তাহলে মহান আল্লাহ তায়ালা নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে সে অনুযায়ী ডাকতেন। এমনকি নবুওয়াত নিজেই মহান আল্লাহর দাসত্বের মধ্যে নিহিত। এ কারণেই নবুওয়াতের মর্যাদা এত উঁচু ও সুউচ্চ। তাই একজনকে অবশ্যই পার্থিব পদমর্যাদা এড়িয়ে চলতে হবে, যা প্রকৃতিগতভাবে চঞ্চল এবং উভয় জগতেই মানসিক চাপ ও ঝামেলা ছাড়া আর কিছুই নয়। জামি আত তিরমিযী, 2376 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটি ইঙ্গিত করা হয়েছে। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) সতর্ক করেছেন যে সম্পদ এবং সামাজিক মর্যাদার আকাঙ্ক্ষা ঈমানের জন্য দুটি ক্ষুধার্ত নেকড়ের চেয়েও মারাত্মক যাকে ছেড়ে দেওয়া হয়। ভেড়ার পালের উপর। যে ব্যক্তি এরূপ আচরণ করবে, সে মহান আল্লাহর আনুগত্যকে উপেক্ষা করবে এবং ফলস্বরূপ, তারা উভয় জগতে কঠিন জীবনযাপন করবে, যদিও তাদের পায়ের কাছে দুনিয়া থাকে। অধ্যায় 20 ত্বহা, আয়াত 124-126:

*"এবং যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে - প্রকৃতপক্ষে, তার একটি হতাশাগ্রস্ত [অর্থাৎ, কঠিন] জীবন থাকবে এবং আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় সমবেত করব।" সে বলবে, হে আমার রব, কেন আপনি আমাকে অন্ধ করে তুলেছেন অথচ আমি [একবার] চক্ষুষ্মান ছিলাম? [আল্লাহ] বলবেন, "এভাবে তোমার কাছে আমার নিদর্শনাবলী এসেছিল, এবং তুমি সেগুলিকে [অর্থাৎ অবহেলা করে] ভুলে গিয়েছিলে এবং এভাবেই আজ তোমাকে বিস্মৃত করা হবে।"*

বরং মহান আল্লাহর একনিষ্ঠ বান্দা হয়ে সর্বোচ্চ মর্যাদা অর্জনের চেষ্টা করতে হবে। এটি তখনই অর্জিত হয় যখন কেউ কার্যত আল্লাহর সর্বশ্রেষ্ঠ বান্দা, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর পদাঙ্ক অনুসরণ করে। অধ্যায় 3 আলে ইমরান, আয়াত 31:

*"বলুন, [নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম], "তোমরা যদি আল্লাহকে ভালোবাসো, তবে আমাকে অনুসরণ করো, [তাহলে] আল্লাহ তোমাদের ভালোবাসবেন এবং তোমাদের পাপ ক্ষমা করবেন..."*

মহান আল্লাহর দাসত্ব হিসাবে, একজনকে বান্দা হওয়া থেকে রক্ষা করে এবং অন্যান্য সমস্ত জিনিস যেমন সোশ্যাল মিডিয়া, ফ্যাশন, সংস্কৃতি এবং লোকেদের দাস হওয়া থেকে রক্ষা করে, একজন ব্যক্তি মানসিক শান্তি এবং উভয় জগতে সাফল্য অর্জন করবে। অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 97:

*"যে ব্যক্তি সৎকাজ করবে, সে পুরুষ হোক বা নারী, সে মুমিন থাকা অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে উত্তম জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদের প্রতিদান দেব [পরকালে] তারা যা করত তার সর্বোত্তম প্রতিদান।"*

যেহেতু অমুসলিম আরবরা আরবি ভাষার কর্তা ছিল, তাই মহান আল্লাহ তাদের জন্য এবং সমস্ত মানবজাতির জন্য একটি স্থায়ী চ্যালেঞ্জ রেখেছিলেন যাতে প্রমাণ করার জন্য পবিত্র কুরআনের অনুরূপ একটি অধ্যায় তৈরি করা যায় যে এটি ঐশ্বরিক নয়। . অধ্যায় 2 আল বাকারাহ, আয়াত 23-24:

*“আর আমরা আমাদের বান্দা [নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম]-এর উপর যা নাযিল করেছি সে বিষয়ে যদি তোমরা সন্দেহে থাক, তাহলে তার অনুরূপ*

*একটি সূরা তৈরি কর এবং আল্লাহ ব্যতীত তোমাদের সাক্ষীদের (সমর্থকদের) ডাক।, যদি আপনি সত্যবাদী হতে হবে. কিন্তু আপনি যদি না করেন - এবং আপনি কখনই পারবেন না ... "*

এই চ্যালেঞ্জটি শুধুমাত্র পবিত্র কুরআনের ছন্দময় শৈলীর সাথে মেলে এমন আয়াত তৈরি করা নয় বরং একটি আয়াত এবং একটি অধ্যায় তৈরি করা যা পবিত্র কুরআনের প্রতিটি বিষয়ের সাথে মেলে, যেমন এর সমস্ত জুড়ে থাকা প্রকৃতি, প্রতিটি পরিস্থিতিতে প্রয়োগ করার ক্ষমতা। প্রতিটি স্থান এবং সময়, অজ্ঞ এবং জ্ঞানী লোকদের দ্বারা বোঝার এবং প্রয়োগ করার ক্ষমতা, ব্যবহারিক উপদেশ দেওয়ার ক্ষমতা যা সহজে ব্যবহার করা যেতে পারে এমন ধারণাগুলি উপস্থাপন করার পরিবর্তে যা দরকারী শোনায় কিন্তু বাস্তবে প্রয়োগ করা যায় না।

সংক্ষেপে বলা যায়, পবিত্র কুরআন অধ্যয়ন করলে যে কেউ বুঝতে পারবে যে এতে সুস্পষ্ট এবং সূক্ষ্ম উভয় অর্থের মাধ্যমে জ্ঞানের বিভিন্ন স্তর রয়েছে। অধ্যায় 11 হুদ, আয়াত 1:

*"...[এটি] এমন একটি কিতাব যার আয়াতগুলিকে পূর্ণাঙ্গ করা হয়েছে এবং তারপর [যিনি] জ্ঞানী ও সচেতন তার কাছ থেকে বিস্তারিতভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে।"*

পবিত্র কুরআনের অভিব্যক্তিগুলি অতুলনীয় এবং এর অর্থগুলি সোজা সামনের উপায়ে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এর শব্দ ও আয়াত অত্যন্ত বাগ্মী এবং অন্য কোন গ্রন্থ

এটি অতিক্রম করতে পারে না। পবিত্র কুরআনে পূর্ববর্তী জাতির ইতিহাস বিশদভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যদিও মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইতিহাসে শিক্ষিত ছিলেন না। এটি প্রত্যেকটি ভাল কাজের আদেশ দেয় এবং প্রতিটি মন্দ কাজের নিষেধ করে। যেগুলি একজন ব্যক্তিকে প্রভাবিত করে এবং যা সমগ্র সমাজকে প্রভাবিত করে, যাতে প্রতিটি বাড়িতে এবং সম্প্রদায়ের মধ্যে ন্যায়বিচার, নিরাপত্তা এবং শান্তি ছড়িয়ে পড়ে। পবিত্র কুরআন কবিতা, গল্প এবং উপকথার বিপরীতে অতিরঞ্জন, মিথ্যা বা যেকোন মিথ্যা এড়িয়ে চলে। সমস্ত আয়াত উপকারী এবং একজনের জীবনে ব্যবহারিকভাবে প্রয়োগ করা যেতে পারে। এমনকি যখন পবিত্র কুরআনে একই গল্পের পুনরাবৃত্তি হয়, তখন বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পাঠ তুলে ধরা হয়। অন্য সব বইয়ের মত, পবিত্র কুরআন বারবার অধ্যয়ন করলে একজন ব্যক্তি বিরক্ত হয় না। পবিত্র কুরআন প্রতিশ্রুতি ও সতর্কবাণী প্রদান করে এবং অনস্বীকার্য ও স্পষ্ট প্রমাণ দিয়ে তাদের সমর্থন করে। যখন পবিত্র কুরআন এমন কিছু নিয়ে আলোচনা করে যা বিমূর্ত মনে হতে পারে, যেমন ধৈর্য অবলম্বন করা, এটি সর্বদা একজনের জীবনে এটি বাস্তবায়নের একটি সহজ এবং বাস্তব উপায় প্রদান করে। এটি মানুষকে তাদের সৃষ্টির উদ্দেশ্য পূরণ করতে উত্সাহিত করে, যার মধ্যে রয়েছে আন্তরিকভাবে মহান আল্লাহর আনুগত্য করা, তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদগুলিকে তাকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে ব্যবহার করে, যার ফলে তারা উভয় জগতের মানসিক শান্তি এবং সাফল্য নিশ্চিত করে। এটি সরল পথকে সুস্পষ্ট এবং আবেদনময় করে তোলে যিনি মনের শান্তি এবং উভয় জগতে প্রকৃত সাফল্য কামনা করেন। পবিত্র কুরআনের জ্ঞান নিরবধি কারণ এটি প্রতিটি সমাজ ও যুগে প্রয়োগ করা যেতে পারে। এটি প্রতিটি মানসিক, অর্থনৈতিক এবং শারীরিক অসুবিধার জন্য একটি নিরাময় যখন এটি সঠিকভাবে বোঝা এবং প্রয়োগ করা হয়। এটি একজন ব্যক্তি বা সমগ্র সমাজের মুখোমুখি হতে পারে এমন প্রতিটি সমস্যার সমাধান প্রদান করে। একজনকে কেবল ইতিহাস পর্যবেক্ষণ করতে হবে এবং যে সমাজগুলি পবিত্র কুরআনের শিক্ষাগুলিকে সঠিকভাবে বাস্তবায়ন করেছিল তারা কীভাবে এর সর্বব্যাপী ও কালজয়ী শিক্ষা থেকে উপকৃত হয়েছিল। বহু শতাব্দী অতিবাহিত হয়ে গেলেও পবিত্র কুরআনে একটি অক্ষরও পরিবর্তন করা হয়নি, যেমন মহান আল্লাহ তা সংরক্ষণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। ইতিহাসের অন্য কোনো বই এ গুণের অধিকারী নয়। অধ্যায় 15 আল হিজর, আয়াত 9:

*"নিশ্চয়ই, আমরাই বাণী [অর্থাৎ কুরআন] নাযিল করেছি এবং আমরাই এর রক্ষক হব।"*

আল্লাহ, মহান, একটি সম্প্রদায়ের মধ্যে পাওয়া মূল সমস্যাগুলি নিয়ে আলোচনা করেছেন এবং তাদের সকলের জন্য ব্যবহারিক প্রতিকারের বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন। মূল সমস্যাগুলি সংশোধন করার মাধ্যমে, তাদের থেকে উদ্‌ভূত অগণিত শাখা সমস্যাগুলি স্বয়ংক্রিয়ভাবে সংশোধন করা হবে। একজন ব্যক্তি ও সমাজ উভয় জগতে সফল হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত বিষয়কে পবিত্র কুরআন এভাবেই সম্বোধন করেছে। অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 89:

*"...এবং আমি আপনার প্রতি কিতাব নাযিল করেছি সব কিছুর ব্যাখ্যাস্বরূপ..."*

এটি সর্বশ্রেষ্ঠ অলৌকিক অলৌকিক ঘটনা, মহান আল্লাহ তাঁর শেষ নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দান করেছেন। তবে যারা সত্যের সন্ধান করে এবং তার উপর কাজ করে তারাই এর দ্বারা উপকৃত হবে যেখানে তাদের আকাঙ্ক্ষা এবং চেরি বাছাইকারীরা উভয় জগতেই ক্ষতির সম্মুখীন হবে। অধ্যায় 17 আল ইসরা, আয়াত 82:

*"এবং আমি কুরআন নাযিল করি যা মুমিনদের জন্য আরোগ্য ও রহমত, কিন্তু তা যালিমদের ক্ষতি ছাড়া বৃদ্ধি করে না।"*

এবং অধ্যায় 2 আল বাকারাহ, আয়াত 23-24:

*“আর আমরা আমাদের বান্দা [নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম]-এর উপর যা নাযিল করেছি সে বিষয়ে যদি তোমরা সন্দেহে থাক, তাহলে তার অনুরূপ একটি সূরা তৈরি কর এবং আল্লাহ ব্যতীত তোমাদের সাক্ষীদের (সমর্থকদের) ডাক। , যদি আপনি সত্যবাদী হতে হবে. কিন্তু যদি না পারো - এবং কখনো পারবে না - তাহলে আগুনকে ভয় কর, যার জ্বালানি মানুষ ও পাথর, যা কাফেরদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে।"*

মহান আল্লাহ বিশেষভাবে মক্কার অমুসলিমদের এবং কিতাবধারীদেরকে জাহান্নামের আগুনের ভয় দেখিয়েছেন, কারণ তারা পবিত্র কুরআনের উৎপত্তি এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর সত্যতা সম্পর্কে নিশ্চিত ছিলেন। তাকে মক্কার অমুসলিমরা আরবি ভাষার মাস্টার ছিল এবং তারা পবিত্র কোরআনের একটি আয়াতের সাথে মিল রাখতে না পারায় এর স্বর্গীয় উত্সকে স্পষ্টভাবে স্বীকার করেছিল এবং যেহেতু তারা পবিত্র নবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর সাথে তাদের জীবন অতিবাহিত করেছিল, তারা জানত যে তিনি একজন মহানবী (সা.)-এর চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। মদিনার কিতাবের লোকেরা পবিত্র নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং পবিত্র কুরআনকে চিনতে পেরেছিল কারণ তাদের ঐশী কিতাবে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। অধ্যায় 6 আল আনআম, আয়াত 20:

*“যাদেরকে আমি কিতাব দিয়েছি, তারা এটাকে স্বীকৃতি দেয় [পবিত্র কুরআন] যেভাবে তারা তাদের [নিজের] ছেলেদের চিনেছে..."*

এবং অধ্যায় 2 আল বাকারাহ, আয়াত 146:

*"যাদেরকে আমরা কিতাব দিয়েছি, তারা তাকে [হযরত মুহাম্মদ (সা.)] চেনে যেমন তাদের নিজেদের ছেলেদেরকে চেনে..."*

একমাত্র জিনিস যা উভয় দলকে সত্য গ্রহণ করতে বাধা দিয়েছিল তা হ'ল পার্থিব জিনিসের প্রতি তাদের ভালবাসা যা তারা তাদের নিজস্ব কামনা-বাসনা অনুসরণ করে অর্জন করেছিল, যেমন সম্পদ এবং সামাজিক মর্যাদা। তারা বুঝতে পেরেছিল যে, ইসলামের মাধ্যমে মহান আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করার অর্থ হল তাদের আচরণ করতে হবে এবং তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদগুলিকে তাঁর সন্তুষ্টির উপায়ে ব্যবহার করতে হবে। পার্থিব জিনিসের প্রতি তাদের আকাঙ্ক্ষা অত্যন্ত প্রবল হওয়ায় তারা ইসলামকে প্রত্যাখ্যান করেছিল।

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 24:

"... *অতঃপর সেই আগুনকে ভয় কর, যার জ্বালানি হবে মানুষ ও পাথর, যা প্রস্তুত করা হয়েছে কাফেরদের জন্য।*"

সাধারণভাবে বলতে গেলে, আগুন কাফেরদের বাসস্থান কারণ তারা তাদের সৃষ্টির উদ্দেশ্য পূরণ করতে ব্যর্থ হয়েছে। অধ্যায় 51 আধ ধরিয়াত, আয়াত 56:

"*আর আমি জিন ও মানুষকে আমার ইবাদত [আনুগত্য] করার জন্য ছাড়া সৃষ্টি করিনি।*"

যেমন একটি জিনিস যা তার সৃষ্টির উদ্দেশ্য পূরণ করতে ব্যর্থ হয় তাকে ব্যর্থতার তকমা লাগানো হয় এবং বাতিল করা হয়, তেমনি মানুষ নামের উদ্ভাবনটিও বাতিল হয়ে যাবে যদি তারা তাদের সৃষ্টির উদ্দেশ্য পূরণে ব্যর্থ হয়।

# বেশি বিনামূল্যের ইবুক

400+ English Books / كتب عربية / اردو کتب/ Buku Melayu / বাংলা বই / Libros En Español / Livres En Français / Libri Italiani / Deutsche Bücher / Livros Portugueses:

https://shaykhpod.com/books/

Backup Sites for eBooks: https://shaykhpodbooks.wordpress.com/books/
https://shaykhpodbooks.wixsite.com/books
https://shaykhpod.weebly.com
https://archive.org/details/@shaykhpod

https://www.youtube.com/@ShaykhPod/playlists

## অন্যান্য ShaykhPod মিডিয়া

দৈনিক ব্লগ: www.ShaykhPod.com/Blogs
AudioBooks : https://shaykhpod.com/books/#audio
ছবি: https://shaykhpod.com/pics
সাধারণ পডকাস্ট: https://shaykhpod.com/general-podcasts
PodWoman: https://shaykhpod.com/podwoman
PodKid: https://shaykhpod.com/podkid
উর্দু পডকাস্ট: https://shaykhpod.com/urdu-podcasts
লাইভ পডকাস্ট: https://shaykhpod.com/live

ইমেলের মাধ্যমে দৈনিক ব্লগ এবং আপডেট পেতে সদস্যতা নিন:
http://shaykhpod.com/subscribe

অডিওবুকগুলির জন্য ব্যাকআপ সাইট :
https://archive.org/details/@shaykhpod